যুগান্তর

তারিখ ... 5 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ১ ...

যুগান্তর

অভিন্ন পাঠ্যক্রম

পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালুর বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের ইতিবাচক চিন্তাভাবনার কথা জানিয়া অনেকেই উৎসাহিত হইবেন। সরকার একটি স্থায়ী শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কমিটি গঠন করিয়াছে। উহার প্রথম বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী ও কমিটি চেয়ারম্যান উভয়েই একই ধরনের বক্তব্য রাখায় বোঝা যায়, সরকার অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালুর বিষয়ে কমবেশি সিরিয়াস। মন্ত্রী স্পষ্টতই বলিয়াছেন, নূতন শিক্ষানীতির মাধ্যমে উহা বাস্তবায়ন করা হইবে। নবগঠিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিকে বলা হইয়াছে, তাঁহারা যেন কুদরাত-এ-খুদা ও শামসুল হক কমিশনের রিপোর্টের আলোকে সুপারিশ প্রদান করেন। তিন মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হইয়াছে তাহাদের। প্রয়োজনে সময় বাড়াইতে হইলেও ক্ষতি নাই; তবে নবগঠিত কমিটিকে একটি সময়োপযোগী রিপোর্ট প্রদান করিতে হইবে। গতানুগতিক রিপোর্ট সরকারও চাহিতেছে না— ইহা বোঝা গেল শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যে। অভিন্ন পাঠ্যক্রমের আওতায় শিক্ষা প্রদান করা হইলে শিক্ষার্থীদের ভিতরে ঐক্যচেতনা বাড়িবে সন্দেহ নাই। ইহা জাতীয় সংহতি দৃঢ় করিবারও একটি উপায়। আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দাবি ছিল শিক্ষার একটি পর্যায় পর্যন্ত অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালু। পঞ্চম না অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উহা চালু করা হইবে— তাহা লইয়া অবশ্য কিছু বিতর্ক রহিয়াছে। বর্তমান সরকার ও শিক্ষা কমিটি মাধ্যমিক বলিয়া বিবেচিত স্তর পর্যন্ত ঐ পাঠ্যক্রম চালু করিতে ইচ্ছুক। কমিটির প্রথম বৈঠকেই উহা লইয়া তাহারা কিছু আলোচনা করিয়াছেন নিশ্চয়ই। বিষয়টি সম্পর্কে ইতিপূর্বে জমা দেওয়া রিপোর্টসমূহে কী বলা হইয়াছে, উহাও তাহারা খতাইয়া দেখিতে পারেন। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে একটি পৃথক মন্ত্রণালয়ই রহিয়াছে। সরকারি বিদ্যালয়সমূহ নেতৃত্ব দিতেছে এই ক্ষেত্রে। প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা পরিহারপূর্বক উহাকে অভিন্ন খাতে প্রবাহিত করিবার বিষয়ে এই যাবৎ কম আলোচনা হয় নাই। উল্লেখযোগ্য গবেষণাও হইয়াছে নিশ্চয়ই। অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালুর বিষয়ে যাহারা ইতিমধ্যে কাজ করিয়াছেন, শিক্ষা কমিটি তাহাদের মতামত গ্রহণ করিতে পারে। শিক্ষামন্ত্রী ও কমিটি চেয়ারম্যান সঙ্গত কারণেই মনে করেন না— অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালুর কাজ সহজ। এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিরোধিতার আশংকাও রহিয়াছে। প্রাথমিক পর্যায় হইতে ধর্মীয়সহ যেই নানা ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু রহিয়াছে, সেইগুলি অব্যাহত রাখিয়া উহার মানোন্নয়নের দাবিও কম জোরালো নহে। ভালো হইত ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত অর্থপূর্ণ আলোচনা করিয়া অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালুর দিকে অগ্রসর হওয়া গেলে। দেশে সেই পরিবেশ বিরাজ করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। নিজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবির পক্ষে চিৎকার করিয়া বক্তব্য প্রদানই আমাদের সংস্কৃতি হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালুর পদ্ধতির বিষয়ে সরকারের চিন্তাভাবনা স্পষ্ট করিতে হইবে। সরকার কি একটি পাঠ্যক্রম স্থির করিয়া বিদ্যমান সকল ধারার বিদ্যালয়কে উহা বাধ্যতামূলকভাবে পড়াইতে বলিবে? সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের অধিকার থাকিবে নিশ্চয়ই মূল পাঠ্যক্রম সহায়ক বিষয়ে পাঠদানের? অহেতুক বিতর্ক এড়াইতে বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন। সমাজে বৈষম্য রহিয়াছে এবং উহা বাড়িতেছে বৈকি। এমতাবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়েও শিক্ষার মাধ্যমে বৈষম্য বাড়াইয়া তোলা কাম্য নহে। এই দিক হইতে সরকারের অবস্থান সমর্থনযোগ্য। সমপর্যায়ের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতাও এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের পথ দেখাইবে।